দৈনিক
ইত্তেফাক

26 MAR 2003

মাদারীপুর ঃ কালিনগর-ফাঁসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত ভবন -ইত্তেফাক

অর্থাভাবে মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ বন্ধ

মাদারীপুর সংবাদদাতা ॥ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণ কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। কোন কোন ভবনের নির্মাণ কাজ ৮০ ভাগ শেষ হয়। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০১-২০০২ সালে সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এ সকল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করে। রাজৈর উপজেলার রাজৈর ডিগ্রী কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু আজও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। কালকিনির কালিনগর ফাঁসিয়াতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের জন্য ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। ৭৫ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। অথচ বিদ্যালয়টিতে স্থানসংকুলান সমস্যা প্রকট।

এদিকে শরীয়তপুর জেলার ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের সম্প্রসারণ কাজ বন্ধ রয়েছে। নড়িয়ার ভোজেশ্বর-উপাসী কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ কাজের জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়। ৪০ ভাগ কাজ হওয়ার পর অর্থাভাবে বর্তমানে নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। বিঝারি-উপাসী টিপি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবনের ৫০ ভাগ ও তেলিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ভবনের ৮০ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। শরীয়তপুর সদর উপজেলার বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের ৮০ ভাগ, আঙ্গারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫

(১৪শ পৃঃ দ্রঃ)

অর্থাভাবে মাদারীপুর

(৮ম পৃঃ পর)

ভাগ ও কুদ্রকর নিলমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩০ ভাগ কাজ শেষ হলেও বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। ডামুড্যার দারুল আমান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬০ ভাগ, পূর্ব ডামুড্যা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮০ ভাগ, আলহাজ্ব ইমামউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ ভাগ এবং ডামুড্যা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ ভাগ নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। অর্থাভাবে বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। ভেদরগঞ্জ উপজেলার আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮৫ ভাগ, গোসাইরহাট উপজেলার ইদিলপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬৫ ভাগ এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৩৫ ভাগ নির্মানের পর বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও গ্রহণার্থে ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এলাকাবাসী আবেদন জানিয়েছে।